দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL. 4 1998

পৃঃ 7 কলাম 2

127

ছাত্রলীগ নেতা বলে কথা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করে বেকায়দায় পড়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন। ছাত্রলীগের তৃতীয় শ্রেণীর নেতারা উগ্রতা দেখিয়ে ও হুমকি দিয়ে অবশেষে তার মুক্তির জন্যে প্রশাসনকে বাধ্য করে।

সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের শেষ-বর্ষের ছাত্র হুমায়ুন কবির (হিমু বাঙালি) গতকাল অনুষ্ঠিত নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সে সাথে অন্য শিক্ষার্থীদেরও বাধা দেয় এবং লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। এ সময় দুজন সহকারী প্রক্টর তাকে শান্তভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে সে প্রক্টরকে 'দেখে নেব' বলে হুমকি দেয় এবং নিজেকে শাহ আমানত হল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বলে দাবি করে। তার হুমকির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হাটি-হাজারী থানায় নিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়া

কথা ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৩

কথা ঃ ছাত্রলীগ নেতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে ছাত্রলীগ নেতারা সহকারী প্রক্টরদের টেলিফোনে এবং অন্যান্যভাবে হুমকি দিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হিমু বাঙালিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

জানা গেছে, এর আগে ৩ জন শিক্ষককে পৃথক পৃথকভাবে লাঞ্ছিত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা কমিটিতে তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে, কিন্তু দলীয় চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না।